Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.01-07
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কালের স্বরূপ নিরূপণে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি

বাদশা মিদ্যা
পি.এইচ.ডি গবেষক, দর্শন বিভাগ কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
As easy as, it sounds to hear the word kāla (time), it is difficult to explain the concept of kala. All of our lives are bound in the web of time, which cannot be broken even by our best efforts. No thoughts, idea, actions are possible without the use of kala. Kala is inextricably linked with our lives. Kala refers to past, present and future of an action. Again, when kal means counting, it means time, day, season, age. And in another sense, by the term, the different stages of human life, ie childhood, adolescence, youth, old age, etc. are meant. In Bengali literature, Kala is sometimes compared to flux. Among all these interpretations of the concept of kala, we cannot reveal its true nature. None of the explanations given about kala is accepted as satisfactory. So, Augustine's statement seems to be correct- "If no one asks me, I know what it is, if I wish to explain it to him who asks, I do not what". Although, the true nature of time cannot be revealed from the above explanation, in the present article I will try to see its true nature can be understood in the context of Indian philosophy.
Keywords: kāla, (Time), Flux, Inference, perception.

কাল বা সময় শব্দটি শ্রবণ করতে যতটা শ্রুতিমধুর, সহজসাধ্য বলে বোধগম্য হয়, কালের ধারণাটির ব্যাখ্যা করা ঠিক ততটাই কষ্টসাধ্য। আমাদের সকলের জীবন এমনভাবে কালের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ, যা আমাদের শতচেষ্টার দ্বারাও ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কাল ব্যবহার ব্যাতীত আমাদের কোনো ভাবনা, চিন্তন, কর্মাদি সম্ভব নয়। কাল আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন ক্রিয়ার কার্য করার সময়কে কাল বলা হয়। অর্থাৎ, কাল বলতে কোন ক্রিয়ার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে বোঝানো হয়। আবার, কাল বলতে যখন গণনা বোঝানো হয়, তখন তার দ্বারা সময়, দিন, ঋতু, যুগ এগুলি বোঝানো হয়। আর এক অর্থে কাল বলতে, মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি কেউ বোঝানো হয়। আবার কখনো কাল বলতে, আয়ুষ্কাল অর্থাৎ পরমায়ু, বয়স, প্রাচীনতা, অস্তিত্বকাল বা স্থায়িত্বকালও বোঝানো হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে কালকে কখনো কখনো স্রোতের সাথেও তুলনা করা হয়েছে। কালের অর্থ সেখানে পরিবর্তন বা অগ্রগতি। কোথাও বা কাল বলতে সর্বশক্তিমান বা পরমেশ্বর কেউ বোঝানো হয়েছে। তথাপি কালের ধারণাটি কি থেকে উৎপন্ন ; তার উপাদান গুলি কি - সেই বিষয় সম্পর্কে প্রদত্ত কোনো ব্যাখ্যাই আমাদের কাছে সন্তোষজনক বলে গ্রহণযোগ্য হয় না। অগাষ্টাইনের বলা উক্তিটি যথার্থ বলে মনে হয় -" If no one asks me, I know what it is, if I wish to explain it to him who asks, I do not what". [১]

'কাল' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে কালের বুৎপত্তিগত অর্থ নিরুপণ প্রয়োজন। 'কাল' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল, √কল্ অর্থাৎ 'গণনা করা'। সেইজন্য কেউ কেউ বলেছেন, কাল শব্দটি হল, যা সকলের বয়স গণনা করতে পারে। এছাড়াও, কাল শব্দটির অন্য একটি অর্থ হল, গ্রাস করা, যা সময়ের ধ্বংসাত্মক শক্তির বর্ণনার দিকে অগ্রসর হওয়া। সুতরাং, কাল মৃত্যুকেও বোঝায়। বাংলা ভাষায় 'কাল' পদটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংস্কৃত √কল্ ধাতুর উত্তর ণিচ+অ প্রত্যয় যোগে কাল পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

কাল বা সময় আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার এমন একটি বিষয় যাকে ছাড়া জগতের পরিবর্তনশীল ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কাল হল সমস্ত ঘটনার ধারক। কাল বিষয়ে ভারতীয় দর্শন ও বৈদিক সাহিত্যে বহু আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির কাল বিষয়ক পৃথক পৃথক তত্ত্ব আছে। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে ন্যায়- বৈশেষিক, জৈন, মীমাংসা সম্প্রদায় কালকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে স্বীকার করেছেন। অপর সম্প্রদায়গুলি কালকে দ্রব্যরূপে স্বীকার না করলেও, তাদের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে কালের আলোচনা অর্ন্তভুক্ত। বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভারতীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতেই কালকে বোঝার চেষ্টা করবো।

আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের বাহ্যজগৎ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতায় জীবনের একমাত্র নিশ্চিত ও স্থায়ী সত্য। আমরা প্রায়ই দেশকালের গণ্ডির ফাঁদে আটকে পড়ি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে অতীত আমাদের কাছে উপস্থিত নয় এবং ভবিষ্যৎও এখনো হাজির হয়নি। কেবলমাত্র বর্তমানকে সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমানকালও খুব দ্রুত চলে যায়। যখনই তাকে আমরা ধরার চেষ্টা করি, সেটি আমাদের হাত থেকে পিছলে যায়। আমরা শুধুমাত্র পরিবর্তনকেই উপলব্ধি করি, পরিবর্তনের ধারণা ব্যতিরেকে কালের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কাল এবং পরিবর্তনের মধ্যে আসল পার্থক্য হল, আমাদের অভিজ্ঞতাই যে সকল ঘটনা ঘটে তার নিরিখে আমরা পরিবর্তনকে বুঝতে পারলেও, কালকে তার দ্বারা বোঝা যায় না। আসলে কালকে সর্বদা বস্তু বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই জানা যায়। কালের অস্তিত্ব বস্তুর অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। আমরা কালের প্রত্যয়কে পরিবর্তনের ধারণা থেকে নিষ্কাশিত করি। কালের ধারণাকে তাই কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে জানা যায় না। তাকে সবসময় পরিবর্তন বা কারণতার নিরিখেই জানতে হয়। আর সেই কারণে সকল ভারতীয় দর্শনে কালের বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন। কালকে তাই বিভিন্ন দর্শনে কখনো সৎ অথবা অসৎ, কখনো বিষয়গত অথবা বিষয়ীগত, কখনো স্রষ্টা অথবা সৃষ্ট রূপে দেখা হয়েছে। এছাড়া, যদি আমরা আমাদের মানসিক অবস্থার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যা কিছু আমাদের স্মৃতিতে আছে তাকে আমরা অতীত বলি, যা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হচ্ছে তাকে বর্তমান বলি, আর যা ঘটবে বলে ভাবছি তাকে ভবিষ্যৎ বলি। তাই অনেকেই বলতে পারেন, এই কালিক বিভাজন মনের ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। সেক্ষেত্রে কাল ও কালিক বিভাজনগুলি বিষয়ীগত হয়ে পড়ে। কালের স্বরূপ নিরূপণে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিগুলি হল নিম্নরূপ:

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি:

চার্বাক দর্শন: অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শনে জড়বাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। যেমন - আকস্মিকতাবাদ (হঠাৎ ঘটা), যদৃচ্ছাবাদ (শৃঙ্খলাহীন ভাবে ঘটা), স্বভাববাদ (স্বভাব অনুসারে ঘটা) ইত্যাদি। যদিও এই মতবাদ গুলির মধ্যে পার্থক্য আছে তবু এই মতবাদ গুলির মূল প্রতিপাদ্য হল, কোন কার্য কোন নির্দিষ্ট কারণ ব্যতিরেকেই ঘটেছে। এই স্বতঃস্ফূর্ত ও অনির্দিষ্ট উৎপত্তি ক্রিয়ার তত্ত্বটি তাই নিশ্চিতভাবে সেইসব তথ্যের

বিরোধিতা করেছে যেগুলি কারণতার নিরিখে জাগতিক বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। জড়বাদিগণের বক্তব্য হল, কোন কার্য কোন বিশেষ কারণে ঘটে না সেটি তার স্বভাব অনুসারে ঘটে থাকে।

আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় এই মতের বিরোধিতা করে বলেন, কারণতার ধারণা অবশ্যই স্বীকার্য। নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য, কার্যকারণ সম্বন্ধ যে অবশ্য স্বীকার্য সে বিষয়ে ন্যায়কুসুমঞ্জলি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আকস্মিকভাবে কোন কিছু উৎপন্ন হতে পারে না। তার কারণ হল - কার্যের অবধি নিয়ত। অর্থাৎ সকল কার্যেরই একটি পূর্ব অবধি আছে। কার্যটি যে সময়ে উৎপন্ন হয়, সেটি তার পূর্ব অবধি বা সীমা। প্রত্যেক কার্যেরই একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কোন কার্যের কোনটি সীমা সেটি তার কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই কার্যের ক্ষেত্রে কারণ অবশ্য স্বীকার করতে হয়। এবং একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক কার্য নির্দিষ্ট কারণ দ্বারা নির্দিষ্ট সময়েই উৎপন্ন হয়। বস্তুত একথা বলার উদ্দেশ্য হল, কোন একটি ঘটনা কোন বিশেষ সময়েই ঘটে থাকে অর্থাৎ কার্যকারণ নিরূপণে কালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

জৈন দর্শন: জৈন দর্শনে গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎ পদার্থকে দ্রব্য বলা হয়েছে। জৈনগণ এই দ্রব্যকে নানাভাবে ভাগ করেছেন। প্রথমত, তাঁরা দ্রব্যকে দুইভাগে ভাগ করেছেন - অস্তিকায় ও অনস্তিকায়। দ্রব্যের এই বিভাগ কায় বা দেহের অস্তিত্বের দিক থেকে করা হয়েছে। কায় বা দেহ বলতে এখানে দেশে অবস্থানকারী বা বিস্তৃতি যুক্ত সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। যে সকল দ্রব্য দেশ বা বিস্তৃতি জুড়ে থাকে, তাদের অস্তিকায় এবং যে সকল দ্রব্য দেশ বা বিস্তৃতি জুড়ে থাকে না, তাদের অনস্তিকায় দ্রব্য বলা হয়। জৈনমতে একমাত্র কাল (time) হ'ল অনস্তিকায় দ্রব্য। বাকি সব দ্রব্যই অস্তিকায়। অনস্তিকায় দ্রব্য কাল। জৈন দর্শনে বস্তুর নিরবচ্ছিন্নতা (continuity), ক্রিয়া (movement), পরিণাম (modification), প্রাচীনত্ব (oldness), নতুনত্ব (newness), পরত্ব (remoteness), অপরত্ব (proximity) প্রভৃতি বোধের হেতু হ'ল কাল। কোনো বস্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী, আবার কোনো বস্তু দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী। আজ যে বস্তুটি নতুন, কিছু দিন পর সেই বস্তুটি পুরনো হয়ে পড়ে। রাম শ্যামের সমসাময়িক, কিন্তু যদুর থেকে অনেক ছোট। জগতে এই সকল ঘটনা কালের অবস্থিতিতেই সম্ভব হতে পারে। কাল এই সকল ঘটনা থেকে অনুমিত হয়, কিন্তু কালকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

জৈনমতে কাল নিত্য ও অবিভাজ্য। কাল, দেশ বা স্থান অধিকার করে থাকে না বা তার দ্বারা সীমিত নয়। এইজন্য কালকে অনস্তিকায় বা বিস্তৃতিহীন দ্রব্য বলা হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাল এক, অবিভাজ্য ও নিত্য হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাল দিন, ক্ষণ, দণ্ড, প্রহর, সময় প্রভৃতিতে বিভক্ত। জৈনগণ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদে দু-প্রকার কালের কথা বলেছেন। অবিচ্ছিন্নতা পারমার্থিক কালের লক্ষণ এবং পরিণামাদি ব্যবহারিক কালের লক্ষণ। কোনো কোনো জৈন দার্শনিক কালকে ভিন্ন দ্রব্যরূপে স্বীকার না করে অন্যান্য দ্রব্যের পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন।

সময় বস্তুর গুণাবলীর মধ্যে পরিবর্তন আনে না, কিন্তু ঠিক যেমন আকাশ ব্যাখ্যা ও ধর্ম গতিতে সাহায্য করে, তেমন-ই কালও সাহায্য করে বস্তুর মধ্যে উৎপন্ন নতুন গুণের রূপান্তরের ক্রিয়াকে। সময় - দিন, ক্ষণ, ঘন্টা ইত্যাদি হিসাবে অনুভূত হয়। এইরূপে সময়ের প্রতীয়মান রূপগুলি অপরিবর্তনীয় রূপে সময়ের বিভিন্ন প্রকার। সময় শুধুমাত্র বস্তু গুলির অবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করে না বরং মুহূর্ত, ঘন্টা ইত্যাদির মতো

এর নিজস্ব পরিবর্তনের অনুমতি দেয়। এইভাবে সময় (কাল) হল একটি দ্রব্য এবং মুহূর্ত, ঘন্টা ইত্যাদি হল সময়ের পর্যায়।[২]

বৌদ্ধ দর্শন: বৌদ্ধ দর্শনে সময়কে একটি বিষয়গত উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা সময়কে প্রবাহমান ধারণা হিসাবে দেখিয়েছেন, যা চালিত হয় কিছু ঘটনার দ্বারা। সেগুলির প্রকারগুলি হল-

১। মনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কালিকতা, পদার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে কালিকতা,
২। 'অতীত ও ভবিষ্যত' - বাক্যাংশ দ্বারা প্রকাশিত ঘটনাবলি,
৩। উৎপত্তি ক্ষণ ও ধ্বংস ক্ষণে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগুলি,
৪। বীজের উৎপাদন ও বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার সময় প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগুলি,
৫। দিন- রাত্রির সমষ্টিকে অর্ধমাস, মাস, বছর ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ,
৬। চন্দ্র সূর্যের বিপ্লবের ফলে দিন, রাত্রি, সকাল, সন্ধ্যার আর্বিভাব,
৭। অনুভূতির সময় ও জ্ঞানের সময়ে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ ইত্যাদি।[৩]

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা মনে করেন, বিমূর্ত সময়ের ধারণা নিছকই ধারণামাত্র। কারণ সময়ের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, নিরন্তর প্রবাহমাত্র। আমাদের অভিজ্ঞতায় উৎপন্ন কালিকতার বৈশিষ্ট্য গুলিকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কালকে স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করেন নি। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মানসিক ধারণার অতিরিক্ত কালের স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। কাল ও কালিক বিভাজন বিষয়ে বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ক্ষণিকত্ববাদী। সর্বাস্তিবাদি বৈভাষিকগণ ত্রিবিধ কালিক বিভাজনকে সৎ বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু মাধ্যমিক সম্প্রদায় যেহেতু কোন ধর্মের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, তাই তাদের মতে কালের কোন সত্তা নেই। এখানে শূন্যবাদী নাগার্জুনের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাগার্জুনের মতে কাল নিঃস্বভাব এবং চরম শূন্য। তাঁর মতে কেবলমাত্র আমাদের জাগতিক ব্যবহার এবং প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের বৈধতা ব্যাখ্যা করার জন্যই আমরা কালের কল্পনা করি। কালের বস্তুগত অস্তিত্ব কোন ভাবেই স্বীকার করা যায় না।[৪]

ন্যায় বৈশেষিক দর্শন: ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে ন্যায় বৈশেষিকগণ কালকে স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসেবে স্বীকার করেছেন। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্য হিসাবে কালের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। বৈশেষিক সূত্রের উপর প্রশস্তপাদ রচিত প্রশস্তপাদভাষ্য - এ কালের স্বরূপের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা পাই। এই ভাষ্যের উপর উদয়নাচার্যের কিরণাবলী নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থেও কাল সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়মতে কালকে সকল কিছুর আধার এবং সকল কার্যবস্তুর উৎপত্তিতে নিমিত্তকারণ বলে স্বীকার করা হয়েছে।[৫] তাঁদের মতে কাল সৎ, নিত্য, বিভু ও এক।[৬] ন্যায়মতে কাল এক হলেও নিজের স্বরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপে প্রতীয়মান হয় না, উপাধিবশতঃ হয়। কালে আশ্রিত পদার্থের ক্রিয়ার দ্বারা অতীতাদি কালিক বিভাজন করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন ক্ষণ, মুহূর্তের ব্যবহার উপাধি বশতঃ হয়ে থাকে। এই উপাধি আঠারো প্রকার।[৭] কালে শুধুমাত্র সাধারণ গুণ বর্তমান, বিশেষ গুণ অবর্তমান। কালের সাধারণ গুণগুলি হল- সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। কালে রূপবত্ত্ব না থাকায় তা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয় এবং স্পর্শবত্ত্ব না থাকায় ত্বক ইন্দ্রিয়েরও বিষয় নয়।[৮] অতএব, এই কালকে অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে জানা যায়। অর্থাৎ, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে কাল হল দিককৃতপরত্বাপরত্বের বিপরীত, এককালিকত্ব, চিরত্ব, ক্ষিপ্রত্ব প্রভৃতি এই সকল জ্ঞানগুলির হেতুরূপে কাল অনুমাপক।[৯]

সাংখ্য দর্শন: সাংখ্যসিদ্ধান্ত অনুসারে, এই জড়জগৎ চব্বিশটি তত্ত্বের সমাহার। কিন্তু এই চব্বিশটি তত্ত্বের (প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, মন, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত) মধ্যে কোথাও কাল নামক তত্ত্ব যেহেতু স্বীকার করা হয়নি। ন্যায় বৈশেষিকগণের মতের বিরোধিতা করে সাংখ্যগণ বলেন, কাল যদি এক হয় তবে ওই কালে অতীতাদি নানা রকম ব্যবহার সম্ভব হয় না, কারণ তা পরস্পর বিরুদ্ধ। আর এই উপাধিই যদি সমস্ত ব্যবহারের প্রবর্তক হয়, তবে অতিরিক্ত কাল নামক দ্রব্য স্বীকারের কোন যুক্তি নেই। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, উপাধি ভেদের দ্বারা বা ভিন্ন ভিন্ন উপাধিকে কাল বলে স্বীকার করে ব্যবহার সম্পন্ন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আর অতিরিক্ত কাল নামক পদার্থ স্বীকারের কোনো দরকার নেই।[১০] যদিও বাচস্পতি মিশ্র একথা স্বীকার করলেও সকল সাংখ্য দার্শনিকগণ একথা স্বীকার করেন না। কেউ কেউ কালকে প্রকৃতির পরিণাম বলেছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা -র উপর উল্লেখযোগ্য টীকা যুক্তিদীপিকা - তে কালকে ক্রিয়াস্বরূপ বলা হয়েছে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য -এ বিজ্ঞানভিক্ষু কালকে নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার বলেছেন। নিত্য কালকে প্রকৃতির গুণ বিশেষ আকাশের অন্তর্গত বলেছেন এবং অনিত্য কালকে উপাধি রূপে স্বীকৃত ক্রিয়াদি পদার্থ বিশিষ্ট আকাশের অন্তর্গত বলেছেন। একথা স্পষ্ট যে সাংখ্যগণ কালকে অতিরিক্ত পদার্থ হিসেবে স্বীকার করেন না। কিন্তু কালকে কোন পদার্থের অন্তর্গত হিসেবে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন ঐকমত্য পাওয়া যায় না। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সাংখ্য দর্শনে কালকে স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করা হচ্ছে না। তারা পরিবর্তনের ধারণার অতিরিক্ত কাল বলে কিছু মানেন নি। সাংখ্যগণ কালকে প্রকৃতির বিকার ছাড়া অতিরিক্ত কিছু বলে স্বীকার করেন নি।

যোগ দর্শন: সাংখ্য ও যোগ দর্শনকে সম্পূর্ণ দুটি স্বতন্ত্র মতাদর্শ বলা যায় না। তাদেরকে একটি দর্শনেরই দুটি দিক বলা যায়। সাংখ্য দর্শন মূলতঃ তাত্ত্বিক দিকটির উপর আলোকপাত করে ও অন্যদিকে, যোগ দর্শন প্রয়োগিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। যোগ দর্শন অনুযায়ী মুহূর্ত, দিন, রাত্রি, মাস, বছর ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পন্ন কল্পিত ভাষামাত্র। লোকব্যবহারেই এর অস্তিত্ব আছে। কাল বলে স্বতন্ত্র কোনো দ্রব্য বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ কালের কোন বিষয়গত অস্তিত্বও নেই। আমাদের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কালের ভাষাগত ব্যবহার করে থাকি। কালের মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

মীমাংসা সম্প্রদায়: ভারতীয় দর্শনে আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম হল মীমাংসা সম্প্রদায়। মহর্ষি জৈমিনি হলেন মীমাংসা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এই সম্প্রদায় তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত, যথা- প্রাভাকর সম্প্রদায়, ভাট্ট সম্প্রদায় ও মিশ্র সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের তিনটি উপবিভাগের মধ্যে, প্রাভাকর সম্প্রদায় ও ভাট্ট সম্প্রদায় দার্শনিক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত ও প্রশংসনীয়। দুই সম্প্রদায়ই কালকে স্বতন্ত্র প্রমেয় পদার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। তথাপি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কালের অস্তিত্বের প্রমাণ বিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেছেন, কালকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।[১১] কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকগণের সঙ্গে সহমত পোষণ করে প্রাভাকর মীমাংসক বলেছেন- কালকে আমরা অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

ভাট্ট মীমাংসকগণের মতে, কাল এক, নিত্য ও বিভু।[১২] কাল হয় সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।[১৩] কালকে আমরা বস্তুর বিশেষণ হিসেবে প্রত্যক্ষ করে থাকি। যুগপৎ, চিরত্ব, ক্ষিপ্রত্ব ইত্যাদি জ্ঞানগুলি কাল বিষয়ক লিঙ্গজন্য নয়, এগুলি ইন্দ্রিয়জন্য।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন: অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্রহ্ম কালাতীত সত্তা। এই সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই অদ্বৈত বেদান্তে কালের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হয়নি। অদ্বৈত বেদান্তে জগতের ব্যবহারিক সত্তা -ই স্বীকার করা হয়েছে। জগৎ হল ব্রহ্মের বিবর্তন। এই জগৎ সৎ নয়। যা সৎ তা অপরিবর্তনীয় এবং কালাতীত। ব্রহ্মের কোন বিকার বা দ্বিত্বতা নেই। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ। কালের কোনও অস্তিত্ব নেই। অভিজ্ঞতার জগতেই কেবল কালের অস্তিত্ব আছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এইসব কালিক বিভাজনের কোন প্রকৃত সত্তা নেই, এগুলি সবই অবভাসমাত্র।

উপরিক্ত প্রবন্ধটি আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের নয়টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক, জৈন ও মীমাংসা সম্প্রদায় কালকে স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে স্বীকার করেছেন এবং তাঁরা কালের অস্তিত্ব প্রমাণের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করেছেন। এই সম্প্রদায় গুলির মতে, কাল দুই প্রকার। যথা - অসীম ও সসীম কাল। কিন্তু, চার্বাক, বৌদ্ধ, সাংখ্য-যোগ ও অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় কালকে স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে স্বীকার করেন নি। কালকে স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে স্বীকার না করলেও এই সম্প্রদায় গুলি কালের উপাধিগত ব্যবহারিক দিকের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। যেহেতু কালের ধারণাটি একটি মাত্র ধারণা নয়; উক্ত ধারণাটি কার্য-কারণ, পরিবর্তন ও সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেও যুক্ত তাই উক্ত সম্প্রদায় গুলি কার্য-কারণ, পরিবর্তন ও সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে কালকে তাঁরা স্বীকার করেছেন। কেননা কালের ধারণাটি, এমন একটি ধারণা যা অস্বীকার করলে আমাদের ব্যবহারিক জীবন অচল হয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র:

১। AUGUSTINE; CONFESSIN, ALBERT C OUTLER.

২। A Study of Time in Indian Philosophy, Anindita Niyogi Balslev.

৩। A Study of Time in Indian Philosophy, Anindita Niyogi Balslev.

৪। নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা, মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়।

৫। সর্বাধারঃ কালঃ সর্বকার্য্যে নিমিত্তকারণং চ। তর্কসংগ্রহ, অন্নমভট্ট।

৬। 'দ্রব্যতানিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে' - ২।২।৭। বৈশেষিক সূত্র, মহর্ষি কণাদ।

৭। "ক্ষণ-লব-নিমেষ-কাষ্ঠা-কলা-
মুহূর্তযামাহহোরাত্রার্দ্ধমাসমাসর্তুয়নসংবৎসরযুগকল্পমন্বন্তরপ্রলয়মহাপ্রলয় ব্যবহারহেতুঃ"।
প্রশস্তপাদভাষ্য, প্রশস্তপাদাচার্য।

৮। 'উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যাণি তদবন্তি পৃথকত্ব- সংখ্যে বিভাগ-সংযোগ-পরাপরত্ব-স্নেহ-দ্রবত্বং পরিমাণ-যুক্তম্' ।। ৫৪ ।। ভাষা পরিচ্ছেদঃ, শ্রীমৎ পঞ্চাননভট্টাচার্য শাস্ত্রী।

৯। "কালঃ পরাপরব্যতিকরযৌগপদ্যাযৌগপদ্যচিরক্ষিপ্রপ্রত্যয়লিঙ্গম্"। পদার্থধর্মসংগ্রহ, প্রশস্তপাদাচার্য।

১০। "অন্তঃকরণং ত্রিবিধিং দশধা বাহ্যং ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্"।। ৩৩।। সাংখ্যকারিকা, গঙ্গানাথ ঝা।

১১। এতানি মনোব্যতিরিক্তানি প্রত্যক্ষাণি। তত্র চ
ব্যোমকালদিশামাদৌ প্রত্যক্ষত্বং সমর্থ্যতে। মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।

১২। "স্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ব্যোমাদীনামথ ক্রমাৎ।

নিত্যানি চানবয়বদ্রব্যাণি চ বিভূনি চ।।" মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।

১৩। "স চ কালঃ ষড়িন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইতি পূর্বমেবোক্তম্।" মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, স্বামী দিবাকরানন্দ অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।

২। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

৩। চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্য, শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী টীকা সহ, দামোদরাশ্রম অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। বিশ্বনাথ, ভাষা পরিচ্ছেদ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

৬। মিশ্র, পার্থসারথি, শাস্ত্রদীপিকা, শ্রী ধর্মদত্ত ঝা অনূদিত, বারানসি, চৌখাম্বা কৃ দাস অ্যাকাডেমি, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৭। মুণি, মহর্ষি কণাদ, বৈশেষিক সূত্র, কলকাতাঃ চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৮। ত্রিপাঠী, শ্রী দীননাথ, মানমেয়োদয়ঃ, কলিকাতাঃ সংস্কৃত কলেজ, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

৯। Balslev, Anindita Niyogi. A study of time in Indian philosophy. MunshiramManoharlal Publishers, New Delhi, 2009.

১০। Prasad, Hari. S. (ed). Time in Indian Philosophy: A collection of Essays, Sri Satguru publication, Delhi, 1992.

১১। Outler, Albert C., Augustine: The Confessin, MCMLV; Texas, 1886.

১২। Williams, Monier, Sanskrit English Dictionary, 1st ed., Oxford University Press, Motilal Banarsidass, 1974.